জাপানে প্রবাসী জুম্মদের বিক্ষোভ: বাংলাদেশে সাহায্য বন্ধের আহ্বান

জাপান প্রতিনিধি:

জাপানে প্রবাসী জুম্মদের সংগঠন জুম্ম পিপল্স নেটওয়ার্ক-জাপান পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগণের ওপর নির্যাতন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে অর্থ সাহায্য বন্ধের দাবিতে ১৩ জুলাই রাজধানীর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এবং জাপান সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপিও পেশ করেছে।

স্মারকলিপিতে উল্লেখিত দাবির প্রতি জাপানের ৩টি এনজিও সমর্থন ব্যক্ত করেছে। এই এনজিও গুলো হলো Jumma Ayumukai, Jumma Net, Mori no Tame no Kai (MTK), Shimin Gaikou centre, Japan CHT Committee, CHT Kodomo Kikin। এছাড়া জুম্ম পিপল্স নেটওয়ার্ক-যুক্তরাজ্য ও জুম্ম পিপল্স নেটওয়ার্ক-অস্ট্রেলিয়া কর্তৃক জাপান সরকারের কাছে লেখা স্মারকলিপিও হস্তান্তর করা হয়।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জাপান সফরের সময় বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ১২ থেকে ১৫ জুলাই জাপান সফর করেন।

স্মারকলিপিটি জাপান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তরের আগে জনসমক্ষে পড়ে শোনান মি. ফুজো দাইসুকে একজন জাপানী মানবাধিকার কর্মি। স্মারকলিপিটি হস্তান্তরের সময় জাপানী এনজিওসমূহের প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও জুম্ম পিপল্স নেটওয়ার্কের সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা উপস্থিত ছিলেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা স্মারকলিপিটি গ্রহণ করে বলেন, তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সেটি পৌঁছে দেবেন এবং বাংলাদেশে জাপানী সাহায্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য ২০ জুলাই সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে জুম্ম পিপল্স নেটওয়ার্কের একটি মিটিংএর আয়োজন করবেন।

স্মারকলিপিটি হস্তান্তরের পর জুম্ম পিপল্স নেটওয়ার্কের সভাপতি চিটিক্কো চাকমা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাইরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। তিনি তাদেরকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে তাদের বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করেন। জাপান সরকারের কাছে স্মারকলিপি দেয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক কিছু কার্যকলাপ সবেই উদ্বেগের কারণ হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সাম্প্রতিক এলাকায় হাজার হাজার বাঙালী পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আমাদের আশঙ্কা জাপান সরকারের অর্থ সাহায্য ও অনুদান ঢাকা সরকারকে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে, এতে কয়েক হাজার জুম্ম পরিবার উচ্ছেদের শিকার হবেন এবং সেখানে প্রাকৃতিক ভারসাম্য পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে।

তিনি আরো বলেন, জাপান সরকারের উচিত অর্থ সাহায্য দেয়ার আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিগুলোর দুরবস্থা বিবেচনায় রাখা। জাপানের দেয়া অর্থ সাহায্য যাতে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত সংখ্যালঘু জাতি ধ্বংসকারী নীতি (পলিসি অব এথনিক ক্লিনজিং) জারী রাখতে সহায়তা না করে তা জাপান সরকারকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

জাপান অর্থমন্ত্রণালয় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন লাভের চেষ্টায় অংশ হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সমর্থন পেতে অতি বেশী তৎপর উল্লেখ করে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোকে আন্তর্জাতিক কমতার রাজনীতির শিকারে পরিণত করা উচিত হবে না। এবং বাংলাদেশের সাথে বিরাজিত সুসম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে জাপান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে এথনিং ক্লিনজিং নীতি বন্ধে ও জুম্মরা যাতে ঢাকা সরকারের কাছ থেকে তাদের ন্যায্য দাবি পায় সে ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, "জাপান বাংলাদেশে অন্যতম প্রধান সাহায্যদাতা দেশ। তার দেয়া আর্থিক সাহায্য বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বাংলাদেশে দেয়া এই সাহায্যের মানবিক দিক সম্পর্কে অবগত, তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই সাহায্য যাতে আদিবাসী জুম্ম জনগণের উপর পরিচালিত এথনিং ক্লিনজিং নীতি জারী রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সহায়তা না করে তা জাপান সরকার কর্তৃক নিশ্চিত করা হোক। আমাদের আশঙ্কা প্রস্তাব সাহায্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় ৩৫ হাজার বাঙালী পরিবারকে পুনর্বাসনের কাজে ব্যবহার করা হতে পারে যা সংখ্যালঘু জাতিসত্তার জনগণের উচ্ছেদের কারণ হবে। এমনকি এই প্রস্তাব সাহায্য যদি বাঙালী সেটলার্স সম্পর্কসাধনের কাজে সরাসরি ব্যবহৃত নাও হয়, তাহলেও এই অর্থ পুনর্বাসনের কাজে বাংলাদেশের আত্মস্বীকৃত সম্পদ ব্যবহারের পক্ষে সহায়ক হবে।"

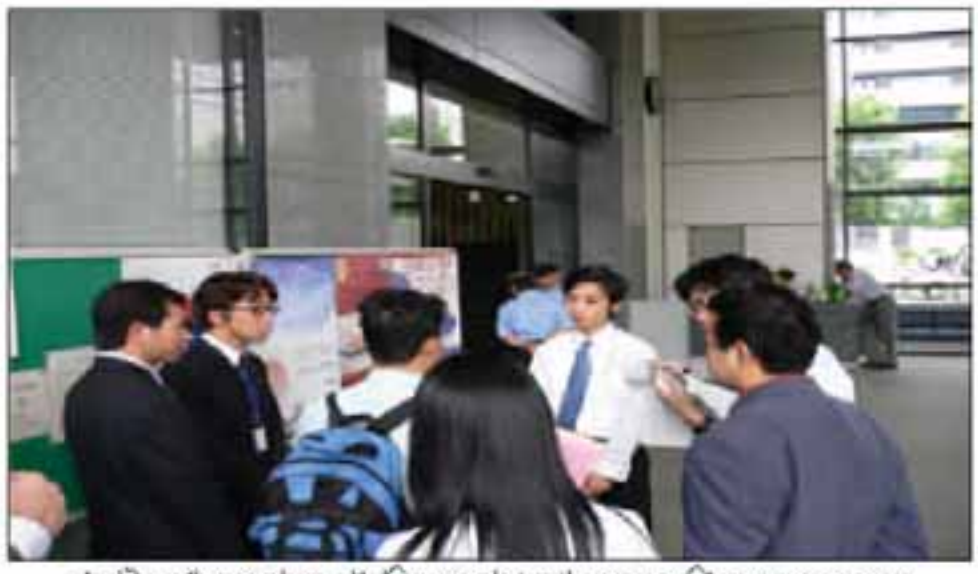

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন জেপিএন-জে-এর নেতৃবৃন্দ

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের কাছে জুম্ম পিপল্স নেটওয়ার্কের স্মারকলিপি পেশ

লন্ডন প্রতিনিধি

বৃটেনে বসবাসরত জুম্মদের সংগঠন জুম্ম পিপল্স নেটওয়ার্ক-যুক্তরাজ্য ২১ আগষ্ট বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে।

স্মারকলিপিতে তারা সেনাবাহিনী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত গণহত্যা তদন্তের জন্য একটি আন্তর্জাতিক তথ্যানুসন্ধান কমিশন (International fact finding commission) গঠনসহ বেশ কয়েকটি দাবি তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

তারা দেশগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ি উল্লেখ করে জেপিএন-ইউকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানায় ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট-এর একটি স্বচ্ছ নীতিমালা থাকা উচিত এবং এটা যাতেই করা উচিত বাংলাদেশকে দেয়া তার সাহায্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে কিনা।

তারা বিষয়টি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে তোলার জন্যও অনুরোধ জানান এবং বলেন, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে বাজেট কমিটিতে একটি সংশোধনী পাশ করে যাতে বলা হয় 'বাংলাদেশে প্রদত্ত সাহায্যের একটি অংশ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী সেটলারদের সমতলে পুনর্বাসনের জন্য।' এর যৌক্তিকতা তুলে ধরে ঐ সংশোধনীতে বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রধান প্রধান মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি হলো (পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতল এলাকা থেকে বাঙালী) জনগণের স্থানান্তর, যা ঐ এলাকার ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোকে আন্তর্জাতিক কমতার রাজনীতির শিকারে পরিণত করা উচিত হবে না। এবং বাংলাদেশের সাথে বিরাজিত সুসম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে জাপান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে এথনিং ক্লিনজিং নীতি বন্ধে ও জুম্মরা যাতে ঢাকা সরকারের কাছ থেকে তাদের ন্যায্য দাবি পায় সে ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, "জাপান বাংলাদেশে অন্যতম প্রধান সাহায্যদাতা দেশ। তার দেয়া আর্থিক সাহায্য বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বাংলাদেশে দেয়া এই সাহায্যের মানবিক দিক সম্পর্কে অবগত, তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই সাহায্য যাতে আদিবাসী জুম্ম জনগণের উপর পরিচালিত এথনিং ক্লিনজিং নীতি জারী রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সহায়তা না করে তা জাপান সরকার কর্তৃক নিশ্চিত করা হোক। আমাদের আশঙ্কা প্রস্তাব সাহায্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় ৩৫ হাজার বাঙালী পরিবারকে পুনর্বাসনের কাজে ব্যবহার করা হতে পারে যা সংখ্যালঘু জাতিসত্তার জনগণের উচ্ছেদের কারণ হবে। এমনকি এই প্রস্তাব সাহায্য যদি বাঙালী সেটলার্স সম্পর্কসাধনের কাজে সরাসরি ব্যবহৃত নাও হয়, তাহলেও এই অর্থ পুনর্বাসনের কাজে বাংলাদেশের আত্মস্বীকৃত সম্পদ ব্যবহারের পক্ষে সহায়ক হবে।"

স্মারকলিপিতে বলা হয়, পুলিশী ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য (বাংলাদেশকে) দেয়া বর্ধিত সহায়তা একটি প্যাকেজের অংশ যা বৃটেনকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দাতা হিসেবে উন্নীত করে। জেপিএন-ইউকে মনে করে, যুক্তরাজ্য ২০০৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামে অংশগ্রহণকারী বিশ্বব্যাংক, ইউএনএইচ, ইউ ও অন্যান্যদেরকে আহ্বান জানাতে পারে যেন সুশাসন, এবং মানবাধিকারের প্রতি সম্মান, আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে স্থায়ী গণতন্ত্র বজায় রাখার ওপর তারা জোর দেয়।

স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত বেসামরিক প্রশাসন কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন কর্মসূচির ফলে পাহাড়ি জনগণ গণহত্যা, গণধর্ষণ, জবরদস্তিতে অনুপ্রবেশ ও নিজ আবাসভূমি থেকে জলপূর্বক উৎখাতের শিকার হয়েছে। বড় সত্য হচ্ছে, দাতা দেশ, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর অজ্ঞাতে উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত বিদেশী সাহায্যের অধিকাংশ আদিবাসী জনগণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, ইউএসএইড -এর অর্থ সাহায্যে কাপ্তাই জল বিদ্যুত প্রকল্প এক লক্ষ পাহাড়ি জনগণকে উচ্ছেদ করেছে এবং এক্রিডির অর্থে পরিচালিত বাজার বাগান ও বনায়ন কর্মসূচির ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে।

স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী কর্তৃক ভূমি বেদখল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে বলা হয়, সামরিক বাহিনী একনো প্রকৃত শাসক এবং উপজাতীয় বাংলাদেশ সেনা শাসকদের কোড নাম 'অপারেশন উত্তরণের' কাছে পাহাড়ি জনগণ জিম্মি হয়ে রয়েছেন।

ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কগ্রুপ ফর ইন্ডিজেনাস এফেয়ার্স, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস এর বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্মারকলিপিতে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের কাছে আহ্বান জানানো হয় তিনি যেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাংলাদেশ সরকারের ওপর চাপ দেন।

জেপিএন-ইউকে নেতৃবৃন্দ বলেন, জুম্ম জনগণ বিশ্বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান যে করা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে তারা যে সুরে ক্ষুব্ধ প্রকাশ করছে তা লাঘবে বৃটিশ সরকারের নৈতিক দায়-দায়িত্ব রয়েছে।

এছাড়া স্মারকলিপিতে যে সব দাবি জানানো হয় তা হলো, বাংলাদেশ সরকারকে অবশ্যই বেআইনী সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনে পদক্ষেপ নিতে হবে, সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে, অপারেশন উত্তরণ বন্ধ পূর্বক সেনা প্রত্যাহার করতে হবে, বেআইনী অভিবাসন বন্ধ করতে হবে, কর্মসংস্থান ও ধর্মীয় বৈষম্য বন্ধ করতে হবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষককে অনুমতি দিতে হবে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন জুম্ম পিপল্স নেটওয়ার্ক ইউকে-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য কুমার শিবশীষ বার্য, আশু চাকমা ও সুব্রত চাকমা। ■

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে সারভাইভাল ইন্টারন্যাশন্যাল এর চিঠি

লন্ডন প্রতিনিধি:

গত ২ মে লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা সারভাইভাল ইন্টারন্যাশন্যাল-এর ডিরেক্টর প্রানবেশ টিবেন ডেভিস প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে একটি চিঠি দেন।

এই চিঠিতে বলা হয়, "সারভাইভাল জীবন উদ্বিগ্ন যে, ৫ মাস ফেব্রুয়ারী থেকে আবদুল গফুরুর ভূঁইয়া এমপি তার সংসদীয় এলাকাটি বাঙালী সেটলারদের কাছে জমি বণ্টন করছেন। সারভাইভাল জেনেছে যে এলাকায় জমি কাগজ এবং ভারতীয় ও জাতীয় নির্বাচনে সেটলারদেরকে সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

সারভাইভাল শঙ্কিত যে, বাংলাদেশ আর্মি তথা ক্যান্টনমেন্ট সম্প্রদায়ের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে ৪৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যদি এটা চলতে থাকে তাহলে জুম্মদের মধ্যে ম্রু, বম ও ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ১২০০০ মানুষ তাদের জমি ও বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ হবেন।

সারভাইভাল জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকার মেনে নেয়ার জন্য আপনার সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের হাউজ অব লর্ডস এ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ

লন্ডন প্রতিনিধি

যুক্তরাজ্যের হাউজ অব লর্ডস এর সদস্য ও সংসদীয় মানবাধিকার গ্রুপের প্রেসিডেন্ট লর্ড এভিবুরি গত ২৩ জুন লর্ড সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বৃটেন উত্থাপন করেন।

তিনি বলেন, আমাদের সহকর্মী (১৭ জুন লন্ডনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মানবাধিকার বিষয়ক ইউরোপীয় সংস্থার) পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জানতে পেরেছে। সেখানে সেনাবাহিনী তাদের জমানো জমি থেকে ধীরে ধীরে উচ্ছেদ করেছে। এ জমি তারা স্বাধীনতার কাল থেকে ভোগ দখল করে আসছেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের জন্য-জমিসমূহ পরিবর্তন হচ্ছে। জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত কমিশনকে কার্যকর করা হয়নি। ২০০৫ সালে পাহাড়ি জনগণের ওপর যে অত্যাচার হয়েছিল তার কোন যথাযথ তদন্ত হয়নি। এ ঘটনায় খুন, ধর্ষণ ও নারীদের অপহরণে সেনারা ঘটনা ঘটেছিল। এছাড়া বহু বছর ধরে সংঘটিত অন্যান্য নির্যাতন ও গণহত্যারও তদন্ত হয়নি।

লর্ড এভিবুরি বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট ইসলামী জঙ্গীবাদের বিস্তারিত উত্থাপন করে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সুদৃষ্টি আকর্ষণ এবং বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি তদন্তের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্ট, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও আমেরিকান কংগ্রেস এর একটি যৌথ মিশন প্রেরণের দাবি জানান।

অস্ট্রেলিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সভা

অস্ট্রেলিয়া প্রতিনিধি:

মানবাধিকার বিষয়ক অস্ট্রেলীয় সংসদীয় কমিটি ও সেন্টার ফর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে এক সভার আয়োজন করবে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে চিত্র, স্থির চিত্রসহ বিভিন্ন তথ্যাদি দলিল উপস্থাপন করা হবে।

অস্ট্রেলিয়ার বসবাসরত জুম্মদের সংগঠন জুম্ম পিপল্স নেটওয়ার্ক-অস্ট্রেলিয়া এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নেটওয়ার্কটি দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সাথে আদিবাসীদের সমর্থনে ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। গত জুলাই মাসে সংগঠনটি পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে অর্থ সাহায্য বন্ধের আহ্বান জানিয়ে জাপানী প্রধানমন্ত্রী জুনিচিরো কোইজুমির কাছে একটি চিঠি দিয়েছে।